গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) শাখা
www.mor.gov.bd

ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৮৭/৭৮৮ নং এক্সপ্রেস ট্রেন (সোনার বাংলা)-এ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) কর্তৃক ক্যাটারিং সার্ভিস চলমান রাখার বিষয়ে গঠিত কমিটির অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৬/০৩/২০২১
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৯৩০)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিচালক (বাণিজ্য), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (অর্থ), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, উপসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন যা পরিশিষ্ট-'ক'-তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। **প্রারম্ভিক আলোচনা:**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৮৭/৭৮৮ নং এক্সপ্রেস ট্রেন (সোনার বাংলা)-এ টিকিটের সাথে পর্যটনের খাবারের মূল্য সংযোজন করে টিকেটের মূল্য নির্ধারণ করার শর্তটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কমিটির সদস্যগণকে আলোচনায় সংক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্যাটারিং নীতিমালা ২০২০ এর ২.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করার জন্য সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। অত:পর সভাপতি শাখা অফিসার (অপারেশন)-কে সভার কার্যপত্র মোতাবেক তথ্যাদি উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন। শাখা কর্মকর্তা গত ০৭/০২/২০২১ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে খাবার পরিবেশনের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তির সংশ্লিষ্ট অংশ উপস্থাপন করেন।

২.১। পরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) জানান গত ২৫-০৬-২০১৬ তারিখ হতে যাত্রীদের খাবার সরবরাহ করা হয় এবং খাবার সরবরাহ তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হলেও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গত ০১/১১/২০১৬ তারিখে যার মেয়াদ গত ২৪/০৬/২০২০ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। চুক্তিটি নবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন হতে গত ২৪/০৬/২০২০ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে ক্যাটারিং সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী সোনার বাংলা ট্রেনের ক্ষেত্রে টিকেটের সাথে পর্যটনের খাবারের মূল্য সংযোজন করে টিকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল বিধায় পর্যটন কর্পোরেশন নিজস্ব আয়-রোজগার দ্বারা পরিচালিত ক্যাটারিং সার্ভিসে নিয়োজিত জনবল সংক্রান্ত ব্যয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহন করতে সক্ষম হয়েছিল। উপরোন্ত উক্ত ক্যাটারিং সার্ভিস সংক্রান্ত ভ্যাট, ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি সঠিকভাবে পরিশোধ করতে সুবিধা হয়েছিল। তিনি সোনার বাংলা ট্রেনের ক্যাটারিং সার্ভিস চলমান রাখার বিষয়ে ০৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন: (ক) পূর্বের ন্যায় সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের টিকিটের সাথে পর্যটনের খাদ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে; (খ) টিকিটের সাথে পর্যটনের খাদ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা সম্ভব না হলে যাত্রী সাধারণের জন্য পছন্দক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, যে সকল যাত্রী খাদ্য গ্রহণে সম্মত থাকবেন তাদের টিকেটের সাথে খাদ্যমূল্য যোগ করে টিকেটের মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো অবহিত করেন ট্রেনের ভিতরে অন দ্যা স্পট যাত্রীগণের চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহের নিমিত্ত পর্যটন অতিরিক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে; এবং

(গ) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) কর্তৃক ক্যাটারিং সার্ভিস সংক্রান্ত লাইসেন্স ফি যৌক্তিকতার সাথে সমন্বয় ও বৃদ্ধি করার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে। পরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক উপস্থাপিত ০৩টি প্রস্তাবের উপর উপসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় একমত প্রকাশ করেন।

২.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন, যেহেতু রেল যাত্রীগণ পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেহেতু বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের টিকেটের সাথে পর্যটনের খাবার বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। তিনি আরো বলেন, বর্ণিত চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব প্রাপ্তি সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণে জটিলতা সৃষ্টিসহ অডিট আপত্তি হয়েছিল এবং খাদ্যের মান নিয়েও যাত্রীদের অভিযোগ ছিল। তিনি উল্লেখ করেন, সোনার বাংলা ট্রেনে টিকিটের সাথে পর্যটনের খাদ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা হলে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও পর্যটন করপোরেশনকে সরবরাহকৃত খাবারের মূল্য পরিশোধের বিষয়ে নিয়মিত অবহিত করতে হবে; প্রক্রিয়াটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ। তিনি সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের টিকেটের সাথে পর্যটনের খাবার বাধ্যতামূলক না করে একই রুটের সমমানের ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেসের ন্যায় ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন, যেহেতু পর্যটন করপোরেশন সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু দরপত্র আহ্বান ব্যাতিরেকে একই মানের ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত দরে পর্যটন করপোরেশনের নিকট হতে লিজের টাকা গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অডিট আপত্তির বিষয়টি থাকবে না, যাত্রী সাধারণ পছন্দ অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করতে পারবেন এবং পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক রেলযাত্রীদের খাবার পরিবেশন বাবদ পাওনা পরিশোধের সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়ার অবসান হবে। তিনি আরো বলেন, যেহেতু পর্যটন করপোরেশন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সেহেতু সুবর্ণ এক্সপ্রেসের ক্যাটারিং সার্ভিসের তুলনায় সোনার বাংলা এক্সপ্রেসে আরো দক্ষতার সাথে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা পর্যটন করপোরেশনের পক্ষে করা সম্ভব হবে। তিনি ট্রেন অপারেশনের পক্ষ হতে এ ব্যবস্থাধীনে পর্যটন করপোরেশনকে সার্বিক সহয়তা প্রদান করা হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	**সোনার বাংলা ট্রেনে টিকিটের সাথে পর্যটনের খাদ্য সরবরাহ প্রসঙ্গেঃ** ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেটের সাথে পর্যটন করপোরেশনের খাবার বাধ্যতামূলক না করে বিকল্প উপায় নির্ধারণ করা যয় কিনা এ বিষয়ে পর্যটন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় দু'টি সম্ভাব্য বিকল্পের বিষয়ে ২টি প্রতিষ্ঠানের মতামতসহ পুনরায় আলোচনান্তে কমিটির সুপারিশ প্রদান হবে মর্মে একমত পোষণ করা হয়।	(১) টিকিটের সাথে পর্যটন করপোরেশনের খাবার সরবরাহ বাধ্যতামূলক না করে যাত্রী সাধারণের জন্য পছন্দক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, যে সকল যাত্রী খাদ্য গ্রহণে সম্মত থাকবেন তাদের টিকেটের সাথে খাদ্যমূল্য যোগ করে টিকেটের মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে।	(১) প্রস্তাবিত উপায়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা উহা পর্যালোচনান্তে ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে **বাংলাদেশ রেলওয়ে** মতামতসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।
		(২) ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী একই মানের সুবর্ণ এক্সপ্রেসের ন্যায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা।	(২) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত উপায়ে সোনার বাংলা ট্রেনে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব কিনা উহা পর্যালোচনান্তে ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে **বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন** মতামতসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২।	**লাইসেন্স ফি/লিজমানি পরিশোধঃ** বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ফি বিষয়ক অডিট আপত্তি এবং লাইসেন্স ফি পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে খাবার সরবরাহের বিষয়টি চুড়ান্ত হলে লাইসেন্স ফি/লিজ মানি পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে আলোচনায় একমত পোষণ করা হয়।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে খাদ্য সরবরাহের বিষয়টি নির্ধারিত হওয়ার পর লাইসেন্স ফি এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩।	**সময়সীমা বৃদ্ধিঃ** ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৮৭/৭৮৮ নং এক্সপ্রেস ট্রেন (সোনার বাংলা)-এ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) কর্তৃক ক্যাটারিং সার্ভিস চলমান রাখার বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা আগামী ৩০ মার্চ, ২০২১ তারিখ ধার্য রয়েছে, কিন্তু এই সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।	ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারী বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৮৭/৭৮৮ নং এক্সপ্রেস ট্রেন (সোনার বাংলা)-এ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) কর্তৃক ক্যাটারিং সার্ভিস চলমান রাখার বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা আগামী ৩০ মার্চ, ২০২১ তারিখের মধ্যে সুপারিশ চূড়ান্ত করা সম্ভব নয় মর্মে প্রতিয়মান হওয়ায় সময়সীমা আরো ১৫ (পনের) দিন বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ-কে অনুরোধ করতে হবে।	ক্যাটারিং সার্ভিস চলমান রাখার বিষয়ে গঠিত কমিটি

০৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22/03/2021

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস
অতিরিক্ত সচিব